২৩-০৬-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের ভিত্তি হল নিশ্চয়, নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে পুরুষার্থ করলে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

প্রশ্নঃ- কোন্ বিষয়টি অনেক কিছু বোঝার এবং নিশ্চয় করার ব্যাপার আছে?

উত্তরঃ- এখন সমস্ত আত্মাদের হিসাবপত্র সমাপ্ত হবে। সবাই মশার মত নিজের মিষ্টি ঘরে ফিরে যাবে, তারপর দুনিয়াতে খুব কম সংখ্যক আত্মা আসবে। এই কথাটার মধ্যে অনেক কিছু বোঝার এবং নিশ্চয় করার ব্যাপার আছে।

প্রশ্নঃ- বাবা কোন বাচ্চাদেরকে দেখে খুশি হন?

উত্তরঃ- যেসব বাচ্চারা বাবার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দেয় এবং মায়া যাকে টলাতে পারে না অর্থাৎ অঙ্গদের মত অচল-অটল থাকে, সেইরকম বাচ্চাকে দেখে বাবাও খুশি হন।

গীতঃ- ধৈর্য ধর রে মন, তোর খুশীর দিন এই এলো...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা কি শুনল? এই কথাটা কেবল বাবার পক্ষেই বলা সম্ভব। কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বেহদের পারলৌকিক পিতাই তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলছেন, কারণ আত্মার মধ্যেই মন-বুদ্ধি আছে। তিনি আত্মাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলছেন। বাচ্চারাও জানে যে বেহদের বাবা সমগ্র দুনিয়াকে ধৈর্য ধারণ করতে বলছেন। এখন তোমাদের সুখ-শান্তির দিন আসছে। এটা হল দুঃখধাম, এর পরে সুখধাম তো আসবেই। এই সুখধামের স্থাপন তো বাবাই করবেন, তাই না? বাবাই বাচ্চাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলছেন। প্রথমে তো নিশ্চয় হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মা মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণদেরই এই নিশ্চয় হয়। না হলে এত ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে? বি.কে. কথার অর্থই হল পুত্র এবং কন্যারা। এতজন ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা যখন আছে, তাহলে ব্রহ্মাও অবশ্যই আছে, এদের সকলের মাতা-পিতা একজনই। দুনিয়াতে সকলের মাতা-পিতা আলাদা হয়। এখানে তোমাদের সবার মাতা-পিতা একজনই। এটা তো নতুন কথা, তাই না? আগে তোমরা ব্রাহ্মণ ছিলে না, এখন হয়েছ। দুনিয়াতে যেসব ব্রাহ্মণ রয়েছে, তাদের বিকারের দ্বারা জন্ম হয়। কিন্তু তোমরা হলে মুখ-বংশাবলী। যে কোনো বিষয়ে আগে এটা নিশ্চয় থাকতে হবে যে কে আমাদের কে বোঝাচ্ছেন। ভগবান আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, শীঘ্রই লড়াই লাগবে। ইউরোপবাসী যাদবরাও আছে যারা বোম্ব ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে। গায়ন আছে যে পেট থেকে মুষল বেরিয়েছিল, যা দ্বারা নিজের কুলেরই বিনাশ করেছে। তারা বরাবরই এইরকম করে। ওরা সবাই একই কুলের অন্তর্গত। একে অপরকে বিনাশ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এটাও ড্রামাতেই লেখা আছে। বাবা এখন বলছেন - বাচ্চারা, ধৈর্য ধারণ কর। এই পুরাতন দুনিয়া এখন বিনাশ হয়ে যাবে। কলিযুগের বিনাশ হলে তবেই তো সত্যযুগের শুরু হবে, তাই না? তাহলে নিশ্চয়ই বিনাশের আগেই স্থাপন হয়ে যাবে। গায়নও করা হয় যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ। প্রথমে স্থাপন করা হবে, তারপর যখন স্থাপনার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন বিনাশ হয়। এখন স্থাপন হচ্ছে। এই মার্গ (পথ) সকল মার্গের থেকে পৃথক যেটাকে কেউ বুঝতেই পারে না। কেউ কখনও এর সম্বন্ধে শোনেনি তাই মনে করে বি.কে.দের এই সংস্থা হয়তো অন্যান্য মঠ এবং আশ্রমের মতই।

তাদের এইরকম ভাবার মধ্যে কোনো দোষ নেই। পূর্বকল্পেও এইভাবেই বিঘ্ন দিয়েছিল। এটা হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। শিবকেই রুদ্র বলা হয়। তিনিই রাজযোগের শিক্ষা দেন, যাকে প্রাচীন রাজযোগ বলা হয়। প্রাচীন কথাটার অর্থও মানুষ বোঝেনা। এইসব এই সঙ্গমযুগেরই কথা। পতিত থেকে পবিত্র তো সঙ্গমেই হবে। সত্যযুগের শুরুতেই এক ধর্ম ছিল। ওরা সবাই আসুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, আর তোমরা হলে দৈবী সম্প্রদায়। এতে যুদ্ধ ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই। এইটাও ভুল দেখানো হয়েছে। তোমরা ভাইরা কিভাবে নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে? বাবা বসে ব্রহ্মার দ্বারা সকল বেদ শাস্ত্রের সারকথা শোনাচ্ছেন। বাস্তবে মুখ্য ধর্ম চারটি। এদের মধ্যে প্রথম হল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, যাদের শাস্ত্র হল সর্বশাস্ত্র শিরোমণি গীতা। এইটাই হল ভারতের প্রথম মুখ্য শাস্ত্র। এর থেকেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম অথবা সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপন হয়েছে। স্থাপন তো অবশ্যই সঙ্গমযুগেই হবে, তাই না? একেই কুম্ভ বলা হয়। তোমরা জানো যে এইটা হল কুম্ভমেলা অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মার মিলন। এটা খুবই সুন্দর এবং কল্যাণকারী মিলন। কলিযুগের পরিবর্তে সত্যযুগের স্থাপন তো অবশ্যই হবে - তাই কল্যাণকারী বলা হয়। এরপর সত্যযুগ থেকে যখন ক্রমশ ত্রেতা এবং ত্রেতার পর দ্বাপরযুগ আসবে তখন ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকবে। অকল্যাণ হতে থাকে। তাহলে নিশ্চয়ই কল্যাণকারী কাউকে প্রয়োজন। যখন সম্পূর্ণ অকল্যাণ হয়ে যায়, তখনই বাবা আসেন সকলের কল্যাণ করার জন্য। বুদ্ধির দ্বারা কাজ হাসিল করতে হবে। বাবা কল্যাণ করার জন্য নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই আসেন। বাবাই হলেন সকলের সদগতি দাতা। দ্বাপরযুগে তো সকল আত্মা থাকবে না। সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগেও সকলে ছিল না। বাবা একেবারে অন্তিমেই আসেন যখন সকল আত্মারা এসে যায়। বাবাই এসে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন। বাচ্চারা বলে - বাবা, এই পুরাতন দুনিয়াতে অনেক দুঃখ। আমাদের তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন - না, এই নাটক তো বানানোই আছে, তাই হঠাৎ করে ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হওয়া যাবে না। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি তো হয়ই, বাচ্চা হয়েছ মানে উত্তরাধিকারীও হয়েছ। কিন্তু ওখানেও তো বিভিন্ন ধরণের পদ আছে, তাই না? উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হয়। এইরকম নয় যে ঝট করে কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। তাহলে তো শরীরও ত্যাগ করতে হবে। এইরকম নিয়ম নেই। মায়ার সাথে ভালোভাবে যুদ্ধ করতে হবে। তোমরা জানো যে কোনো কোনো যুদ্ধ ৮,১০ কিংবা ১৫ বছর ধরেও চলতে থাকে। তোমাদের যুদ্ধ তো মায়ার সাথে। যতক্ষণ বাবা আছেন, তোমাদের এই যুদ্ধ চলতেই থাকবে। কে মায়ার ওপর কতটা বিজয়ী হয়েছে, কতটা কর্মাতীত অবস্থার নিকটে পৌঁছেছে তার ফলাফল অন্তিমে প্রকাশিত হবে। বাবা বলছেন, যতটা সম্ভব নিজের ঘরকে স্মরণ কর। ওটা হল শান্তিধাম, শব্দের দুনিয়ার থেকে ওপরে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন খুশি আছে। তোমরা জানো যে এই ড্রামা কিভাবে বানানো হয়ে আছে। তোমাদের মধ্যে তিন লোকের জ্ঞানও আছে, যেটা অন্য কারোর বুদ্ধিতেই নেই। বাবাও অনেক শাস্ত্র পড়েছেন। কিন্তু তখন তো এই সকল কথা বুদ্ধিতে ছিল না। হয়তো তিনি গীতা পাঠ করতেন কিন্তু এটা তো তাঁর বুদ্ধিতে ছিল না যে আমরা দূরদেশ অর্থাৎ পরমধামের নিবাসী। এখন জানতে পেরেছি যে আমাদের বাবা, যাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তিনি পরমধামে থাকেন। যাকে সবাই স্মরণ করে। প্রার্থনা করে- হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। কেউই ফিরে যেতে পারবে না। এটা অনেকটা গোলকধাঁধা খেলার মত। যেদিক দিয়েই যাওয়া যাক সামনে দরজা চলে আসে। লক্ষ্য পর্যন্ত যেতে পারেনা। যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন চিৎকার করে ডাকতে থাকে, যদি কেউ রাস্তা দেখিয়ে দেয়। এখানেও যতই বেদ শাস্ত্র পড়ুক, তীর্থযাত্রা করুক কিন্তু কিছুই বোঝেনা যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। খালি বলে দেয় অমুক ব্যক্তি জ্যোতিতে মিশে গেছে। বাবা বলছেন, "কেউই ফিরে যেতে পারবেনা" ।

নাটক সমাপ্ত হওয়ার আগে সকল অভিনেতা মঞ্চে চলে আসেন। এটাই রীতি। সবাই ওই সাজে মঞ্চে এসে দাঁড়ায়, তারপর সবার মুখ দেখানোর পর সকলে পোশাক পরিবর্তন করে ঘরে যায়। পুনরায় ওই ভূমিকাতেই অভিনয় করে। আর এটা হল বেহদের নাটক। তোমরা এখন দেহী-অভিমানী হচ্ছ। জানো যে আমরা এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেব। পূনর্জন্ম তো হয়ই। ৮৪ জন্মে ৮৪ টা নাম আমরা ধারণ করেছি। এখন এই নাটক সমাপ্ত হয়েছে, সকলের জরাজীর্ণ অবস্থা। এরপর এর পুনরাবৃত্তি হবে। তোমরা জানো যে এখন আমাদের ভূমিকা সমাপ্ত হবে, পুনরায় ঘরে ফিরে যাব। বাবার নির্দেশ তো কম কিছু নয়। পতিত-পাবন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, তোমাদেরকে খুব সহজ উপায় শেখাচ্ছি। চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে এইটা অন্তরে রাখো যে আমি হলাম অভিনেতা। ৮৪ জন্ম সমাপ্ত হয়েছে। বাবা এখন আমাদেরকে ফুল বানাতে অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা বানাতে এসেছেন। আমরা পতিতদেরকে পবিত্র বানাচ্ছি। আমরা পূর্বে অনেকবার পতিত থেকে পবিত্র হয়েছি, এইবার আবার হব। ইতিহাস-ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হবে। প্রথমে তো দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই আসবে। এখন তার চারা রোপন হচ্ছে। আমরা হলাম গুপ্ত। আমরা বাহ্য লৌকিকতা করিনা। আমাদের মধ্যে জ্ঞান আছে। তাই অন্তরে খুশি হয়। আমাদের দেবী-দেবতা ধর্মের যত পাতা আছে, সব ধর্মভ্রষ্ট এবং কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এই ভারতবাসীদেরই ধর্ম এবং কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল। মায়া কখনও পাপ কাজ করাত না। পূণ্য আত্মাদের দুনিয়া ছিল। ওখানে রাবণ ছিল না, তাই সমস্ত কর্ম অকর্ম হয়ে যেত। তারপর রাবণ রাজ্যে কর্ম বিকর্ম হওয়া শুরু হয়। ওখানে তো কোনও বিকর্ম হবেই না। কেউই ভ্রষ্টাচারী হবে না। তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুসারে যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হও। বাহুবলের দ্বারা কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারবে না। তোমরা জানো যে এদের নিজেদের মধ্যে যদি ভাব হয়ে যায় তাহলে তাদের পক্ষে বিশ্বের মালিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু নাটকে তো এইরকম নেই। দেখায় যে দুটি বিড়াল ঝগড়া করছে, আর সেই সুযোগে বাঁদর এসে মাখন খেয়ে নিল। এইরকম সাক্ষাৎকারও করে যে কৃষ্ণের মুখে মাখন। অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার রাজত্বের মাখন প্রাপ্ত হয়। লড়াই তো করে যবন এবং কৌরবরা। সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ যে লড়াই হচ্ছে। যদি খবরের কাগজে পড়ে যে অমুক জায়গায় অনেক বড় হিংসক ঘটনা ঘটেছে, ঝট করে কাউকে মেরে দেবে। ভারতে তো পূর্বে একটাই ধর্ম ছিল। তারপর দ্বিতীয় ধর্মের রাজত্ব কিভাবে এল? খ্রিস্টানরা শক্তিশালী ছিল, তাই তারা রাজত্ব করেছিল। এখন তো গোটা দুনিয়ার ওপর রাবণের আধিপত্য। এটা হল গুপ্ত কথা। এইসব কথা কোনও শাস্ত্রে নেই। বাবা বলছেন এই বিকার হল তোমাদের অর্ধেক কল্পের শত্রু। যার কারণে তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ পেয়েছ। তাই সন্ন্যাসীরাও বলে যে সুখ হল কাকবিষ্ঠাসম। ওরা তো জানেই না যে স্বর্গে কেবল সুখই সুখ ছিল। ভারতবাসীরা জানে। তাই কেউ মারা গেলে বলে যে স্বর্গবাসী হয়ে গেছে। স্বর্গের কতই না মহিমা আছে। স্বর্গের তুলনায় এইসব তো খেলা মাত্র। কিন্তু কাউকে যদি বলা হয় যে তুমি নরকে আছ তাহলে সে স্বীকারই করে না। কত আশ্চর্যের বিষয়। মুখে তো বলে যে স্বর্গবাসী হয়ে গেছে, যার অর্থ হল নরক থেকে বিদায় নিয়েছে। তাহলে কেন তাকে ডেকে এনে নরকের জিনিস খাওয়ানো হয় ? স্বর্গে তো সে নিশ্চয়ই অনেক সুখে থাকবে। এইসবের অর্থ এটাই যে তোমাদের নিশ্চয় নেই। ওখানে কি কি আছে তা বাচ্চারা দেখেছে। নরকে তো কি না কি করে। সন্তান বাবাকে খুন করতেও দেরি করে না। স্ত্রীর যদি অন্য কাউকে ভালো লেগে যায় তাহলে স্বামীকেও মেরে দেয়। ভারতে একটা গীত প্রচলিত আছে - একদিকে বলে বর্তমানে মানুষের কি হাল হয়েছে..., আবার অন্যদিকে বলে আমাদের ভারত হল সোনার ভারত, সবথেকে সুন্দর। ভারত তো সব থেকে সুন্দর ছিল, এখন মোটেও সুন্দর নেই। এখন তো কাঙাল হয়ে গেছে, কোনও নিরাপত্তাই নেই। আমরাও আসুরী সম্প্রদায় ছিলাম। বাবা এখন আমাদেরকে

ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বানানোর জন্য পুরুষার্থ করাচ্ছেন। এটা কোনও নতুন কথা নয়। প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগেই আমরা উত্তরাধিকার নিই। বাবা আসেন উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। মায়া পুনরায় অভিশপ্ত করে দেয়। মায়া কতই না সমর্থ। বাবা বলছেন- মায়া, তুমি খুব বড় শত্রু। ভালো ভালো সন্তানদেরকেও হারিয়ে দাও। ওই সেনাদলে তো কে মরল, কে মারল তার কোনো খেয়ালই থাকে না। আহত হয়েও আবার যুদ্ধক্ষেত্রে চলে আসে। এটাই তাদের কাজ, ওরা পেশাদার। এই কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিকও পায়। এখানে তোমরা বাচ্চারা শিববাবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে মায়ার ওপর বিজয়ী হচ্ছ। বাবা হলেন উকিল, যিনি তোমাদেরকে মায়ার হাত থেকে ছাড়িয়ে দেন। আবার তোমরাই হলে শক্তিসেনা, তাই মাতাদেরকে আগে রাখা হয়, বন্দে মাতরম্। এটা কে বলল? বাবা বললেন। কারণ তোমরা বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যাও। বাবাও দেখে খুশি হন যে এই বাচ্চা ভালো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, হিলছে না। অঙ্গদের উদাহরণ দেখানো আছে যাকে রাবণ টলাতে পারেনি। এইটা হল অন্তিম সময়ের ব্যাপার। অন্তিমে এইরকম অবস্থা হয়ে যাবে। ওই সময়ে তোমাদের অনেক খুশি হয়। যতক্ষণ না বিনাশ হচ্ছে, ধরণী পবিত্র না হচ্ছে, ততক্ষণ তো দেবতারা আসতে পারবে না। এই খড়ের গাদায় আগুন তো অবশ্যই লাগবে। সকল আত্মারা হিসাবপত্র সমাপ্ত করে মশার মত মিষ্টি ঘরে ফেরত যাবে। মশা তো অনেক মারা যায়, তাই বলা হয় রামও গেল, রাবণও গেল... ফেরত তো যেতেই হবে। তারপর তোমরা নতুন দুনিয়াতে আসবে। ওখানে খুব কম জন থাকবে। এই কথাটার মধ্যে অনেক কিছু বোঝার এবং নিশ্চয় করার ব্যাপার আছে। এই জ্ঞান কেবল বাবাই দিতে পারেন। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে নিজেকে অভিনেতা মনে করতে হবে। অন্তরে যেন স্মরণ থাকে যে আমরা ৮৪ জন্মের ভূমিকা সমাপ্ত করেছি। এখন ঘরে ফিরতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।

২) নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। মায়ার সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে কর্মাতীত হতে হবে। যতটা সম্ভব নিজের ঘরকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- পবিত্রতার রাজকীয়তার দ্বারা সর্বদা হর্ষিত থেকে হর্ষিতচিত্ত এবং হর্ষিতমুখ হও।

পবিত্রতার রাজকীয়তা অর্থাৎ সত্যতা সম্পন্ন আত্মারা সর্বদা খুশিতে নৃত্য করে। তাদের খুশি কখনও কম-বেশি হয় না। বরং দিন-প্রতিদিন খুশি আরও বৃদ্ধি পায়। তারা অন্তরে এবং বাইরে আলাদা হয় না। তাদের দৃষ্টি, বৃত্তি, চলন, বচন সবকিছুই সত্য হয়। এইরকম প্রকৃত রাজকীয় আত্মাদের চিত্ত এবং নয়ন সর্বদা হর্ষিত থাকে। তারা অবিনাশী হর্ষিতচিত্ত এবং হর্ষিতমুখ হয়।

স্লোগান:- সংসারে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হল পবিত্রতার শক্তি।